তপন বিশ্বাস
নিবেদিত

কলঙ্কিনী

ইস্টম্যানকালার

পরিচালনা ॥ দীনেন গুপ্ত
সঙ্গীত ॥ শ্যামল মিত্র

জয়কালী প্রোডাকসন্স প্রযোজিত ও পরিবেশিত

জয়কালী প্রোডাকসন্স প্রযোজিত

তপন বিশ্বাস নিবেদিত

কলঙ্কিনী (রঙ্গীন)

চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, পরিচালনা ঃ দীনেন গুপ্ত।

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ শ্যামল মিত্র।

কাহিনী ও সংলাপ ঃ শ্যামল সেন।

শিল্প নির্দেশনা ঃ সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদনা ঃ অমিয় মুখোপাধ্যায়।

গীতিকার ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত।

এইচ এম, ভি. রেকর্ডে গান প্রকাশিত

নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে ঃ কিশোর কুমার আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখার্জী, শ্যামল মিত্র ও রাখী গুলজার।

রূপসজ্জা ঃ হাসান জামান। অমল পালেকরের রূপসজ্জা মুরলী (বোম্বে) ব্যবস্থাপনা ঃ দিলীপ ব্যানার্জী। প্রচার ঃ স্বপন কুমার ঘোষ। সঙ্গীত ধারক ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায় (বোম্বে), জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। শব্দ গ্রাহক ঃ কালিচরন দাস, রানে (বোম্বে)। স্থিরচিত্র ঃ ষ্টুডিও বলাকা। পরিচয় লিখন ঃ রতন বরাট, প্রচার অঙ্কন ঃ সোমনাথ ঘোষ. অখিল বাগচী, অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ ঃ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও এসেল ষ্টুডিও (বোম্বে). বহির্দৃশ্যের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ ঃ সাইট এণ্ড সাউণ্ড, চিত্রলেখ, সঙ্গীত গ্রহণ ঃ মেহবুব ষ্টুডিও (বোম্বে) এইচ, এম, ভি, ষ্টুডিও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী। চিত্র পরিস্ফূটন ঃ পি, জি, ম্যুলের তত্ত্বাবধানে বোম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফূটিত শব্দ পরিস্ফূটন ঃ ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরী। রসায়নাগারিক ঃ জ্ঞান ব্যানার্জী, স্বপন নন্দী, কমল দাস, সুনীল ব্যানার্জী। পোষাক সরবরাহ ঃ নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। নৃত্য পরিচালনা ঃ সত্যনারায়ণ (বোম্বে) মনোহর নাইডু (বোম্বে) প্রভাত দাস। অপটিক্যাল ঃ দয়াভাই (বোম্বে)। শব্দ পুনর্যোজনা ঃ মহেশ দেশাই কর্তৃক রাজকমল কলামন্দিরে গৃহীত। সহ-প্রযোজক ঃ মুভি কিংস।

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ জয়কালী প্রোডাকসন্স।

কাহিনী

বংশ নয়, রক্ত নয় পরিবেশই মানুষকে বড় বা ছোট হ তে সাহায্য করে। এই মত পোষণ করে যখন প্রতাপের মত ছেলে একজন বাইজীর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হ'ল তখন হালদার বংশের বহুদিনের আভিজাত্যে ঘা লাগল এবং বলা বাহুল্য বেশ বড় রকমের ঝড় উঠলো।

প্রতাপের বাবা ইন্দ্রনারায়ণ হালদার এবং দাদা ও বৌদিরা সবাই এ বিয়ের বিরোধিতা করলেন কিন্তু প্রতাপ অনড়। সে চন্দ্রাকে বিয়ে করবেই।

চন্দ্রা এলাহাবাদের গরীব স্কুল মাষ্টার মুকুন্দ মুখার্জীর মেয়ে। কিন্তু তার মা তো বাইজী। সেও এক ঘটনা। মুকুন্দ মুখার্জীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী চম্পা দেওরের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বাড়ী ছেড়ে পালালো। আশ্রয় যদিও মিললো কিন্তু আশ্রয় দাতার জৈবিক ক্ষুধার তাড়নার ভয়ে ভীত হয়ে সে আশ্রয় ছেড়ে পালাতে হলো এবং বেনারসের এক সহৃদয়া মহিলার ঘরে আশ্রয় পেলো। তার

নাম রত্নাবাই। বেনারসের এক বিখ্যাত বাইজী। ছোট্ট দু'বছরেয় মেয়ে চন্দ্রার হাত ধরে সেখানেই ঠাঁই নিল সে এবং নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে ও ঘটনাচক্রে তাকে বাইজী হ'তে হ'লো। কিন্তু নিরপরাধ চম্পাকে সমাজ ক্ষমা করলোনা। সমাজের চোখে সে কলঙ্কিনী। সেই কলঙ্কের ছায়া থেকে একমাত্র মেয়ে চন্দ্রাকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে দেরাদুনে স্কুলে পাঠিয়ে দিল চম্পা।

প্রতাপ চন্দ্রাকে বিয়ে করলো এবং বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। তাকে নিয়ে চলে এলো প্রতাপ রাজপাহাড়ীতে। এই এষ্টেটটা প্রতাপদের। দ্বিজেন কাকা নামে একজন দেখাশোনা করতেন। দ্বিজেনবাবু যখন বুঝলেন যে প্রতাপ মালিক হয়ে রাজপাহাড়ীতে এসেছে তিনি বিচলিত হলেন। ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন তিনি। তাই কুটিল চক্রান্তে প্রতাপকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে শেঠজী নামক জনৈক ব্যবসায়ী তাকে সাহায্য করতে লাগলেন।

রতন ছিল প্রতাপের অফিসের একজন সহকর্মী। দ্বিজেন বাবুর বিধবা ভাই-ঝি ময়নাকে সে বিয়ে করতে চায়। মন দেওয়া নেওয়ার পালা শুরু হয়েছে অনেক আগে। চন্দ্রা তাদের সাহায্য করে. গোপন চিঠিগুলো নিজের কাছে রেখে দেয়। একদিন সেই চিঠি প্রতাপের হাতে পড়ে। সে স্ত্রীকে কিছু বলে না শুধু গুমরে থাকে! একদিন মদের ঘোরে স্ত্রীকে চাবুক মেরে বাড়ী থেকে বার করে দেয়। চন্দ্রা চলে আসে তার মার কাছে।

এই সুযোগে দ্বিজেন বাবু প্রতাপের সম্পত্তি গ্রাস করতে উদ্যোগী হল। ময়না ও রতন প্রতাপকে সব বলে দেয়। প্রতাপ নিজের ভুল বুঝতে পেরে দ্বিজেন বাবুকে শাস্তি দেয়! নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায়। রতন উদ্ধার করে। চন্দ্রাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। চন্দ্রা প্রতাপকে সেবা করে সুস্থ করে তোলে এবং পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝি দূর করে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে।

অভিনয়েঃ রাখী গুলজার, অমল পালেকর মমতা শঙ্কর, দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখার্জী, মহুয়া রায়চৌধুরী বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, বসন্ত চৌধুরী, তরুন কুমার, রবি ঘোষ, কাজল গুপ্ত সত্য ব্যানার্জী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সোমনাথ চৌধুরী নিমু ভৌমিক কালী চক্রবর্তী শম্ভু ভট্টাচার্য্য, বুলবুল চৌধুরী, দেবনাথ চ্যাটার্জী, বর্ণালী ব্যানার্জী, পিয়ালী চক্রবর্তী কুমারী শকুন্তলা ব্যানার্জী, বেবী মুনমুন, দিলীপ ব্যানার্জী, সুনীল দাস, তপন চ্যাটার্জী ও উৎপল দত্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: কাঙ্কারিয়া পরিবার, কানহাইয়লাল ঘোরাওয়াত বানোয়ারীলাল বাজোরিয়া, দৌলতসিং সুরানা, মডার্ণ বুক ষ্টল।

জয়কালীর সেবায়: জগদীশ প্রসাদ আগরওয়ালা, মোহনজী প্রসাদ, সন্তোষ কুমারশিকারিয়া, বাবুলাল কুচোরিয়া, তপন বিশ্বাস।

সহকারীবৃন্দ—পরিচালনাঃ তপন চ্যাটার্জী, মুরারী চক্রবর্তী, সুনীল দাস। সঙ্গীতঃ অলোক নাথ দে। চিত্র গ্রহণঃ শঙ্কর গুহ, সমিধ বোস, সন্তোষ মাইতি। সম্পাদনাঃ শেখর চন্দ, অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনাঃ শতদল ঘোষ, লক্ষ্মণ নায়েক। ব্যবস্থাপনাঃ সুরেন দাস কাতিক দাস, কমল (বোম্বে)। রূপসজ্জাঃ আখতার খান, প্রমথ চন্দ। সাজসজ্জাঃ বাবলু দাস, পচা দাস। শব্দ গ্রহণঃ মহাদেব দাস ভানু পাণ্ডা। আলোক নিয়ন্ত্রণেঃ হেমন্ত দাস, সুখরঞ্জন দাস মনোরঞ্জন দাস নারায়ণ চক্রবর্তী।

প্রচার—মানব ব্রহ্ম ভক্তিময় লাহিড়ী, উত্তম বসু।

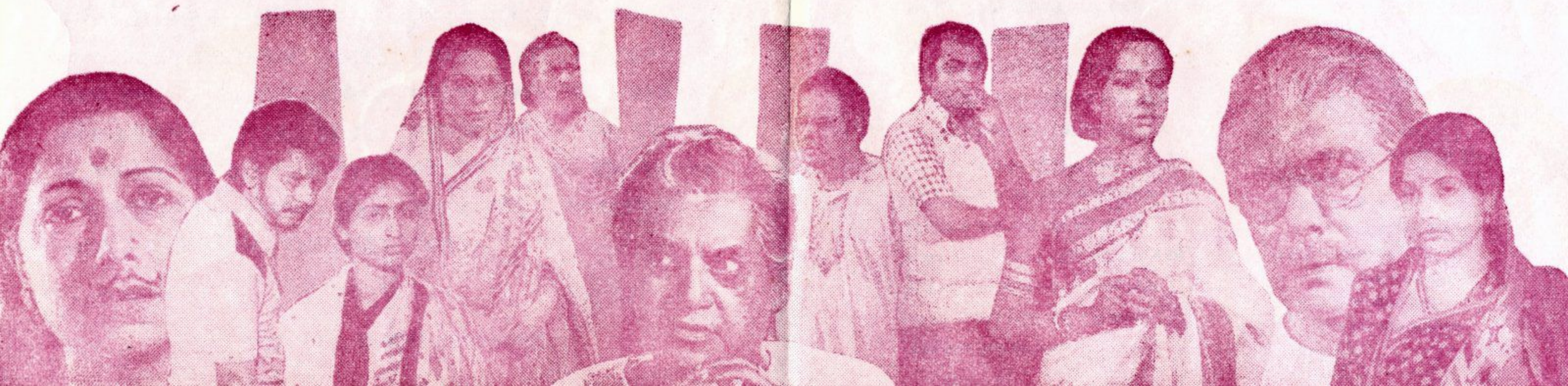

সঙ্গীত

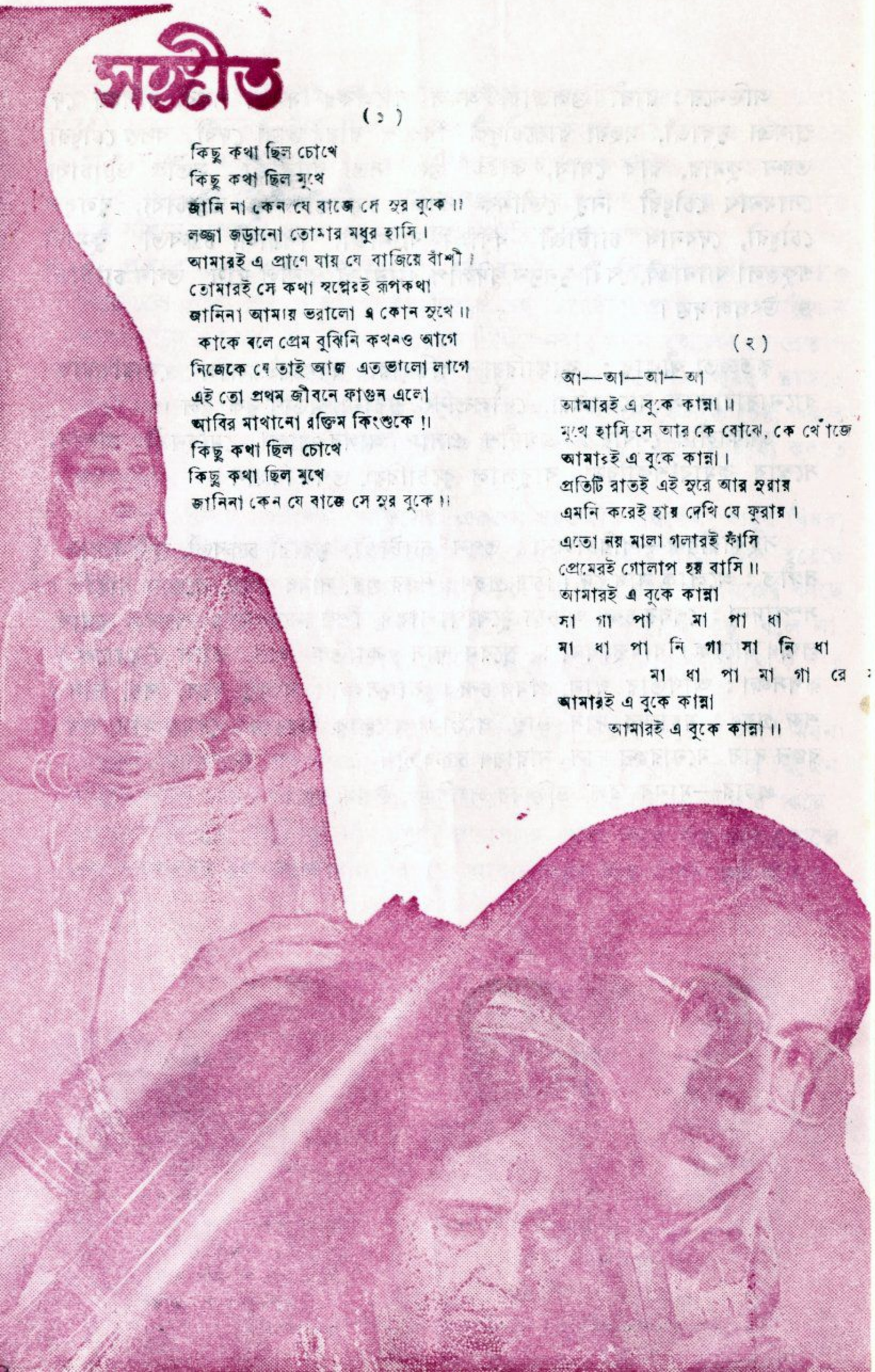

(১)

কিছু কথা ছিল চোখে
কিছু কথা ছিল মুখে
জানি না কেন যে বাজে সে সুর বুকে ।।
লজ্জা জড়ানো তোমার মধুর হাসি ।
আমারই এ প্রাণে যায় যে বাজিয়ে বাঁশী ।
তোমারই সে কথা স্বপ্নেরই রূপকথা
জানিনা আমার ভরালো এ কোন সুখে ।।
কাকে বলে প্রেম বুঝিনি কখনও আগে
নিজেকে যে তাই আজ এত ভালো লাগে
এই তো প্রথম জীবনে ফাগুন এলো
আবির মাখানো রক্তিম কিংশুকে !!
কিছু কথা ছিল চোখে
কিছু কথা ছিল মুখে
জানিনা কেন যে বাজে সে সুর বুকে ।।

(২)

আ—আ—আ—আ
আমারই এ বুকে কান্না ।।
মুখে হাসি সে আর কে বোঝে, কে খোঁজে
আমারই এ বুকে কান্না ।
প্রতিটি রাতই এই সুরে আর সুরায়
এমনি করেই হায় দেখি যে ফুরায় ।
এতো নয় মালা গলারই ফাঁসি
প্রেমেরই গোলাপ হয় বাসি ।।
আমারই এ বুকে কান্না
সা গা পা মা পা ধা
মা ধা পা নি গা সা নি ধা
মা ধা পা মা গা রে
আমারই এ বুকে কান্না
আমারই এ বুকে কান্না ।।

(৩)

আ—আ—আ
পায়েল বেঁধেছি
পায়েল বেঁধেছি পায়
মদ ভরা রাতে
এসেছি এ মহফিলে
গজল শোনাতে
রূপেরই চিরাগ জ্বেলে
মস্ত জওয়ানী
মাতোয়ালা দিল চায়
দিওয়ানা বানাতে ।
পায়েল বেঁধেছি পায় ।।
ও—ও—ও—ও—
আমারই এ নিয়তি বড় বেদরদিয়া
ঘোমটা করে চুরি খুলেছে চুনরিয়া
ছুম ছানা নানা তালে
আমাকে নাচাতে আমাকে নাচাতে ।।
পায়েল বেঁধেছি পায় ...
সূর্যের আগুনে চাঁদ জ্বলে পুড়ে যায়
আর আমরা পাই চাঁদনী
সেই চাঁদনী দেখে চকোর হয় বিভোর ।
ও—ও—ও—ও—
আমারই অচেনা আজ আমি যাকে চিনি
হাজার বাহবা পেয়েও আমি কলঙ্কিনী
আমি কলঙ্কিনী ।
বুক তাই কাঁদে সুর আমাকে কাঁদাতে
আমাকে কাঁদাতে ।
পায়েল বেঁধেছি পায় ।

(৪)

একই সাথে হাত ধরে একই পথে চলবো
একই প্রাণে মিশে গিয়ে একই কথা বলবো
ফুল যদি নাই ফোটে, পথে যেতে ঝড় ওঠে
তাতে কি যায় আসে আমি তো আছি পাশে
তবু ধরো এই পায় কাঁটা যদি বিঁধে যায়
ভয় কেন সেই কাঁটা দুটি পায়ে দলবো
একই সাথে হাত ধরে একই পথে চলবো ।
পথে যেতে আমি তুমি পাই যদি মরুভূমি
ভাবার কি আছে তাতে আমি তো আছি সাথে
যে তারা আছে জেগে, যদি সে হারায় মেঘে
ভয় কি তোমার চোখে তারা হয়ে জ্বলবো
একই সাথে হাত ধরে একই পথে চলবো ।

(৫)

আ—আ—আ
নেশাতুমি—
নেশা তুমি যতই করো
নেশা তবু নেশাই থাকে ।
কে যে তোমার সত্যি আপন
কি করে আর চিনবে তাকে ।
নেশা তুমি যতই করো
নেশা তবু নেশাই থাকে ।
এই নেশার ঘোরে দেখছো আমায়
মনটা আমার করছো দখল
যা দেখেছো সবই আমার
রং মাখ নো মিথ্যে নকল ।
হায়—হায়—
ভাঙ্গতে আমি চাইনা যে আজ
ভাঙ্গতে আমি চাইনে যে আজ
তোমার রঙ্গীন মেজাজটাকে
নেশা তুমি যতই করো
নেশা তবু নেশাই থাকে ।
হায় আজ যা আছে কাল রবে না
জীবনটা যে তাসের খেলা
সূর্য্যটাকে কে আর বলো
দেখেছে হায় রাতের বেলা
হায় ফুরালে গান ভাঙ্গলে আসর
হায় ফুরালে গান ভাঙ্গলে আসর
কে আর তাকে মনে রাখে ।
নেশা তুমি যতই করো
নেশা তবু নেশাই থাকে ।

(৬)

কোন কাজ—
কোন কাজ নয় আজ
সারাদিন শুধু হাসি গান
জ নো তো মানো তো কে যে আপন
পড়ে থাক হাতেরই সে কাজ
ভরে থাক সুরে সুরে প্রাণ ।
হাত ধরে কাছে যেই টানি
দূরে কেন সরে সরে যাও
ছেড়ে দাও আঁচলটা বলছি
নিজেরই ভাল যদি চাও ।
যে জোয়ার নদীতে আসে
জেনে রেখো চাঁদেরই সে টান ।।
কোন কাজ —
মুখোমুখি বসে থাকি এসো
গল্প করেই দিন যাক
সুখেরই এ শুভক্ষণটুকু
চিরদিন মনে লেখা থাক
সেতো ওগো নয় ভালোবাসা
যাতে নেই মান-অভিমান ।
কোন কাজ—

সোহানী রাত—হায়—
সোহানী রাত ফিরে পাবে কি, ও বাবুজী
নেশা তোমার ভেঙ্গে যাবে কি, ও বাবুজী
সোহানী রাত ফিরে পাবে কি ॥

(ও) সময় যে অল্প ভুলে তুমি যেও না
কিছু ফিরে পাবে ভেবে পিছু ফিরে চেওনা ।
কিছুই থাকে না বোকা মন ভাবে কি ।
সোহানী রাত ফিরে পাবে কি ও বাবুজী ॥

ও—ও—ও—ও
সুরা ঢালো আরো সুরা
সুরে ভরা দিল যে
সুর আর সুরায় এতো
শায়েরীর মিল যে ॥

(এই) জীবন সরাইখানা তুমি তার সাকীগো
জানি তুমি নও আলো আলেয়ার ফাঁকি গো ।
ক্ষতির হিসাবের প্রয়োজন লাভে কি ॥
সোহানী রাত ফিরে পাবে কি ও বাবুজী ।

আমি কে সে কি ভুলে গেলে ?
আমায় ভুল ক'রে এখানে কেন নিয়ে এলে ।
ভাবিনি এমন রাত আসবে কখনও ॥
আমি কে সে কি ভুলে গেলে ?

ভাবিনি কখনও সাজবো যে বাইজীর সাজে
আমারই এ ব্যথা বুঝে সারেঙ্গী কেঁদে কেঁদে বাজে ।
সেই চেনা চেনা আতরের গন্ধ যে ঢেলে
আমায় কেন নিয়ে এলে, কেন নিয়ে এলে ।
ভাবিনি এমন রাত আসবে কখনও ।
আমি কে সে কি ভুলে গেলে ॥

টাকার তোড়াটা ছুঁড়ে হুকুম করছো তুমি
রাতটাকে ভরে দিতে হবে আজ
নুপুরের সুরে ।

যে গান জানি না আমি শুনতে সে গান কেন চাও
সেই কবেকার নিভে যাওয়া ঝাড়বাতি জেলে
আমায় কেন নিয়ে এলে কেন নিয়ে এলে ।
ভাবিনি এমন রাত আসবে কখনও ।
আমি কে সে কি ভুলে গেলে ॥